গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট
উপবৃত্তি শাখা
বাড়ি নং-৪৪, সড়ক নং-১২/এ, ধানমন্ডি, ঢাকা-১২০৯
www.pmeat.gov.bd

নং-৩৭.২৪.০৪.০০০০.১১৩.১২৭.২৩-২৩৭

তারিখ: ৩০ আশ্বিন ১৪৩০ বঙ্গাব্দ / ১৫ অক্টোবর ২০২৩ খ্রিষ্টাব্দ

বিষয়: আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা হিসেবে প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট কর্তৃক গৃহীত সংস্কারমূলক এবং উদ্ভাবনী উদ্যোগের তথ্য প্রেরণ।

সূত্র: মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের পারফরমেন্স, উদ্ভাবন ও সেবা উন্নয়ন শাখার স্মা নং ৩৭.০০.০০০০.০৭৫.০৫.০০৩.২৩-১৭৩; তারিখ: ০৯ অক্টোবর ২০২৩ খ্রি.।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের পরিপ্রেক্ষিতে দাপ্তরিক কর্মকান্ডে কার্যকারিতা ও গতিশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা হিসেবে প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট সংস্কারমূলক ও সৃজনশীল যে সকল উদ্যোগ বাস্তবায়ন করছে সে সকল কর্মকান্ডের তালিকা প্রেরিত ছক অনুযায়ী পূরণপূর্বক পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্ত: পূরণকৃত ছক ০৩ প্রস্থ।

১৫.১০.২০২৩

(স্মৃতি কর্মকার)
ব্যবস্থাপনা পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)
ফোন: ৫৫০০০৪২৩
ই-মেইল: md@pmeat.gov.bd

সচিব
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
[দৃ: আ: যুগ্মসচিব (অ: দা:), পারফরমেন্স, উদ্ভাবন ও সেবা উন্নয়ন শাখা।]

অনুলিপি সদয় অবগতির জন্য প্রেরণ করা হ'ল (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)-

১. সহকারী পরিচালক (সকল), প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট, ধানমন্ডি, ঢাকা।
২. সহকারী প্রোগ্রামার, প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট, ধানমন্ডি, ঢাকা (ওয়েবসাইটে আপলোডের অনুরোধসহ)।
৩. ব্যবস্থাপনা পরিচালক/পরিচালক এঁর ব্যক্তিগত সহকারী, প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট, ধানমন্ডি, ঢাকা।
৪. অফিস কপি।

প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়

বিষয়ঃ সংস্কারমূলক ও সৃজনশীল যে সকল উদ্যোগ বাস্তবায়িত হচ্ছে তার তালিকা।

ক্রম:	সংস্কার/উদ্ভাবনী উদ্যোগের শিরোনাম	বাস্তবায়নকারী অফিসের নাম	উদ্যোগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ (মূল বিষয়বস্তু, এটি কী সংক্রান্ত, বাস্তবায়নের বর্তমান অবস্থা, বাস্তবায়নের উপকারিতা ইত্যাদি ২৫০ শব্দের মধ্যে)	মন্তব্য (যদি থাকে)
১	২	৩	৪	৫
১.	ই-স্টাইপেন্ড ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম https://estipend.pmeat.gov.bd	প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট (পিএমইএটি)	অর্থের অভাবে শিক্ষার সুযোগ বঞ্চিত দরিদ্র, মেধাবী শিক্ষার্থীদের শিক্ষা নিশ্চিত করা প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্টের লক্ষ্য। ট্রাস্টের মাধ্যমে ২০১৩ সাল থেকে স্নাতক ও সমমান পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের উপবৃত্তি ও টিউশন ফি প্রদান করা হচ্ছে। পূর্বে উপবৃত্তি বিতরণ কার্যক্রম ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে হার্ডকপির মাধ্যমে সম্পন্ন করা হতো। এর ফলে উপবৃত্তি প্রদানের ক্ষেত্রে সময়, খরচ ও গমন বেশি লাগতো। উপবৃত্তির অর্থ শিক্ষার্থীর একাউন্টে সঠিক সময়ে প্রেরণ করা সম্ভব হতো না। ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে উপবৃত্তি বিতরণের ক্ষেত্রে প্রকৃত দরিদ্র মেধাবী শিক্ষার্থী বাছাই করা সম্ভব হতো না। এছাড়া উপবৃত্তি বিতরণের ক্ষেত্রে উপবৃত্তির আবেদন এন্ট্রি ও যাচাইবাছাইয়ে অনেক সময় লাগতো ও এর ফলে উপবৃত্তি বিতরণ বিলম্বিত হতো। উপবৃত্তি ও টিউশন ফি বিতরণ কার্যক্রম 'ই-স্টাইপেন্ড ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম' ব্যবহার করে ডিজিটাল পদ্ধতিতে বিতরণের ফলে শিক্ষার্থীরা ঘরে বসে অনলাইনের মাধ্যমে উপবৃত্তির আবেদন করতে পারছে। এর ফলে উপবৃত্তির অর্থ শিক্ষার্থীর একাউন্টে দ্রুত প্রেরণ করা সম্ভব হচ্ছে এবং উপবৃত্তি প্রদানের ক্ষেত্রে সময়, খরচ ও গমন পূর্বের তুলনায় অনেক হ্রাস পেয়েছে। সর্বোপরি সেবাটি ডিজিটাজাইজেশনের ফলে উপবৃত্তি বিতরণ কার্যক্রমে স্বচ্ছতা, জবাবদিহি ও গতিশীলতা বৃদ্ধি পেয়েছে। ডিজিটাল পদ্ধতিতে উপবৃত্তি প্রদানের মাধ্যমে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীর সংখ্যা বৃদ্ধি, ঝরে পড়ার হার রোধ, নারীর ক্ষমতায়ন ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধিসহ শিক্ষাক্ষেত্রে ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যাসাম্য রক্ষার লক্ষ্যে ট্রাস্ট সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কার্যক্রমে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।	প্রতিবছর একবার উপবৃত্তির আবেদন গ্রহণ করা হয়।
২.	ই-ভর্তি সহায়তা ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম https://www.eservice.pmeat.gov.bd/admission	প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট (পিএমইএটি)	অর্থের অভাবে দেশের শিক্ষার সুযোগ বঞ্চিত দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীরা যাতে ঝরে না পড়ে সেলক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট গঠিত হয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট উপবৃত্তি বিতরণের পাশাপাশি দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি নিশ্চিতকরণে আর্থিক সহায়তা প্রদান করে থাকে। দরিদ্র, মেধাবী শিক্ষার্থীদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি নিশ্চিতকরণে ভর্তি সহায়তা প্রদান সংক্রান্ত সেবাটি পূর্বে ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে প্রদান করা হতো। এক্ষেত্রে, ট্রাস্টের ওয়েবসাইট থেকে ফরম ডাউনলোড করে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সংযুক্ত করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধানের স্বাক্ষর-সিল নিয়ে ছাত্র-ছাত্রীরা ডাকযোগে আবেদন প্রেরণ করতো। এরপর প্রাপ্ত আবেদনসমূহের হার্ডকপি ক্যাটাগরী অনুযায়ী বিন্যাশ করে ট্রাস্টের কম্পিউটারে এন্ট্রি করা হতো। এন্ট্রিকৃত আবেদনসমূহ যাচাই-বাছাইপূর্বক নির্ধারিত কমিটি নির্বাচিত ছাত্র-ছাত্রীদের আর্থিক সহায়তার জন্য সুপারিশ করতো। নির্বাচিত শিক্ষার্থীদের আর্থিক সহায়তার চেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধান বরাবর প্রেরণ করা হতো। অনেকক্ষেত্রেই কাগজপত্র সত্যয়নের জন্য কর্মকর্তা খুঁজে পাওয়া যেত না, ফলে বারবার ভিজিট করতে হতো। আবেদনকারীকে ফোন করতে হতো বা অফিসে এসে জানতে হতো আবেদন পৌঁছালো কি না। প্রয়োজনীয় কাগজপত্র কোনটির অভাবে বা কী কারণে আবেদন বাতিল হলো তা জানতে পারত না। ছাত্র-ছাত্রীদের অফিসে বারবার ফোন করতে হতো অথবা যারা ফোন নম্বর জানে না তারা অফিসে এসে বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বারবার ভিজিট করে জানতে হতো তার নামে চেক এসেছে কি না। ছাত্র-ছাত্রী সরাসরি টাকা পেত না।	প্রতিবছর তিনবার ভর্তি সহায়তার আবেদন গ্রহণ করা হয় (মাধ্যমিক একবার, উচ্চমাধ্যমিক একবার, স্নাতক ও সমমান পর্যায় একবার)।

			এছাড়া, যেসব প্রতিষ্ঠান প্রধান নগদ অর্থ না দিয়ে পুনরায় চেকের মাধ্যমে অর্থ দিত সেক্ষেত্রে ছাত্র-ছাত্রীকে উক্ত চেকের অর্থ উত্তোলনের জন্য দূরবর্তী কোন ব্যাংকে যেতে হতো। এতে অনেক সময় ও অর্থের অপচয় হতো। বর্তমানে ভর্তি সহায়তা বিতরণ কার্যক্রম অনলাইনভিত্তিক করার লক্ষ্যে 'ই-ভর্তি সহায়তা ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম' নামে একটি সফটওয়্যার উন্নয়ন করা হয়েছে। উক্ত সফটওয়্যারের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা অনলাইনের মাধ্যমে ঘরে বসে ভর্তি সহায়তার জন্য আবেদন করতে পারছে। এর ফলে ভর্তি সহায়তা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের সময়, খরচ ও ভোগান্তি অনেক কমে গিয়েছে।	
৩.	ই-চিকিৎসা অনুদান ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম https://www.eservice.pmeat.gov.bd/medical	প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট (পিএমইএটি)	দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত ষষ্ঠ থেকে স্নাতক ও সমমান শ্রেণির দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট হতে এককালীন চিকিৎসা অনুদান প্রদান করা হয়। পূর্বে সেবাটি ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে দেয়া হতো। দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত শিক্ষার্থীরা নির্ধারিত ফরমে হার্ডকপিতে প্রয়োজনীয় ডকুমেন্টসহ দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত চিকিৎসাধীন শিক্ষার্থীরা অনুদান প্রাপ্তির জন্য আবেদন প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্টে প্রেরণ করতো। এরপর উক্ত আবেদনসমূহ বিন্যাস, এন্ট্রি, যাছাইবাছাই ও চিকিৎসা অনুদান প্রদান করতে অনেক সময় ও অর্থ ব্যয় হতো। এর ফলে অনুদান প্রাপ্তির ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীকে ভোগান্তির শিকার হতে হতো ও সঠিক সময়ে অনুদান প্রদান করা সম্ভব হতো না। তবে বর্তমানে চিকিৎসা অনুদান প্রদানের আবেদন অনলাইনে ডিজিটাল পদ্ধতিতে 'ই-চিকিৎসা অনুদান ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম' সফটওয়্যারের মাধ্যমে গ্রহণ করার ফলে শিক্ষার্থীর সময় ও অর্থ সাশ্রয় হয়েছে এবং সেবা গ্রহীতার ভোগান্তি পূর্বের তুলনায় বহুলাংশে হ্রাস পেয়েছে। যার ফলে চিকিৎসা অনুদান সঠিক সময়ে শিক্ষার্থীর নিকট প্রেরণ করা সম্ভব হচ্ছে।	সারাবছর আবেদন গ্রহণ করা হয়।
৪.	ই-এম.ফিল./পিএইচ.ডি. ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম https://www.eservice.pmeat.gov.bd/mnp	প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট (পিএমইএটি)	প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট হতে উচ্চ শিক্ষায় পিএইচ.ডি. কোর্সে অধ্যয়নরত গবেষকদের ফেলোশিপ ও বৃত্তি প্রদান করা হয়। ট্রাস্ট হতে এম.ফিল. ও পিএইচ.ডি. কোর্সে অধ্যয়নরত গবেষকদের ফেলোশিপ ও বৃত্তি প্রদানের জন্য পূর্বে ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে নির্দিষ্ট সময়ে আবেদনের জন্য জাতীয় পত্রিকায় বিজ্ঞাপন প্রকাশ করা হতো। উচ্চ শিক্ষায় পিএইচ.ডি. কোর্সে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত গবেষকদের ফেলোশিপ ও বৃত্তি প্রদান সেবাটি'র কার্যক্রম ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে সম্পাদনে সেবা গ্রহীতা/প্রতিষ্ঠানের পক্ষে বেশ কিছু জটিলতাসহ দীর্ঘ সময় ব্যয় হতো বিধায় বর্তমানে 'এম.ফিল/পিএইচ.ডি. ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম' সফটওয়্যারের মাধ্যমে ডিজিটাল পদ্ধতিতে সেবাটি বাস্তবায়ন করা হয়েছে। বিজ্ঞপ্তির কপিসহ নির্ধারিত আবেদন ফরম ট্রাস্টের ওয়েবসাইটসহ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান ও পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের ওয়েবসাইটে বহুল প্রচারের জন্য প্রকাশ করা হয়। বাংলাদেশের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে এম.ফিল. ও পিএইচ.ডি. কোর্সে ভর্তি হয়েছেন/ভর্তির নিশ্চয়তা পেয়েছেন এমন গবেষকগণ ফেলোশিপ ও বৃত্তি'র জন্য নির্ধারিত আবেদন ফরমে (রেজিস্টেশন নম্বরসহ) গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক ও স্ব-স্ব উদ্যোগে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব নীতি ও পদ্ধতি অনুযায়ী রেজিস্টেশন পত্র, ভর্তির জন্য নিশ্চয়তাপত্র (Letter of Acceptance) সহ ০৪ (চার) সেট আবেদন কপি ডাকযোগে/সরাসরি প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট অফিসে জমা প্রদান করতে হতো। এরপর প্রাপ্ত আবেদনসমূহের হার্ডকপি বিন্যাস ও এন্ট্রি করে তালিকা প্রস্তুত করা হতো। এন্ট্রিকৃত আবেদনসমূহ যাচাই-বাছাইপূর্বক নির্ধারিত বাছাই কমিটি নির্বাচিত গবেষকদের প্রয়োজনে সাক্ষাৎকার গ্রহণসহ (এম.ফিল. পর্যায়ে ০২ (দুই) বছর ও পিএইচ.ডি. পর্যায়ে ০৩ (তিন) বছরের) ফেলোশিপ ও বৃত্তি প্রদানের জন্য সুপারিশ করত। বর্তমানে সেবাটি ডিজিটাইজেশনের ফলে আবেদনের সকল ডকুমেন্ট অনলাইনের মাধ্যমে গ্রহণ ও প্রক্রিয়াকরণ করার কারণে সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে সময়, খরচ ও গমন পূর্বের তুলনায় হ্রাস পেয়েছে এবং স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও গতিশীলতা এসেছে।	বর্তমানে উক্ত সফটওয়্যারের মাধ্যমে শুধু পিএইচ.ডি. কোর্সের আবেদন গ্রহণ করা হচ্ছে। প্রতিবছর একবার আবেদন গ্রহণ করা হয়।

৫.	এইচ.এস.পি. এমআইএস http://hspbd.com/HSP-MIS/login	প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট (পিএমইএটি)	প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্টের আওতায় সমন্বিত উপবৃত্তি কর্মসূচির মাধ্যমে ষষ্ঠ হতে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত উপবৃত্তি বিতরণ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। পূর্বে উক্ত উপবৃত্তি বিতরণ কার্যক্রম ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে পরিচালিত হতো। বর্তমানে উক্ত উপবৃত্তি বিতরণ কার্যক্রম অনলাইনে 'এইচ.এস.পি. এমআইএস' সফটওয়্যার ব্যবহারের মাধ্যমে ডিজিটাল পদ্ধতিতে পরিচালিত হচ্ছে। উক্ত সফটওয়্যার ব্যবহার করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধানগণ শিক্ষার্থীদের তথ্য এন্ট্রি ও যাচাই-বাছাই করে শিক্ষার্থীদের ডাটা উপজেলা/থানা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার বরাবর অনলাইনে প্রেরণ করে। উপজেলা/থানা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসারবৃন্দ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে প্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের ডাটাসমূহ অনলাইনে পিএমইএটি'র এইচএসপি-এমআইএস সফটওয়্যারে প্রেরণ করে। এইচএসপি-পিএমইএটি উপবৃত্তির জন্য শিক্ষার্থীদের চূড়ান্ত তালিকা প্রণয়ন করে অর্থ ছাড়ের জন্য তা ibass+++ এ প্রেরণ করে। ibass+++ হতে সবশেষে বাংলাদেশ ব্যাংক উপবৃত্তির অর্থ শিক্ষার্থীদের মোবাইল ব্যাংকিং ও অনলাইন ব্যাংকিং এর একাউন্টে প্রেরণ করে। সফটওয়্যারটিতে উপবৃত্তি সংক্রান্ত ড্যাশবোর্ড ও রিপোর্ট দেখার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। ডিজিটাল পদ্ধতিতে উপবৃত্তি বিতরণের ফলে শিক্ষার্থীদের সময়, খরচ ও ভোগান্তি পূর্বের তুলনায় অনেক কমে গেছে এবং উপবৃত্তি বিতরণ কার্যক্রমে স্বচ্ছতা, জবাবদিহি ও গতিশীলতা এসেছে।	প্রতিবছর দু'বার উপবৃত্তির আবেদন গ্রহণ করা হয়।
৬.	ই-ছুটি ব্যবস্থাপনা সিস্টেম https://www.eservice.pmeat.gov.bd/eleave	প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট (পিএমইএটি)	ট্রাস্টের অভ্যন্তরীণ কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নৈমিত্তিক ছুটি প্রদান ও অনুমোদন কার্যক্রম ডিজিটাইজেশনের লক্ষ্যে 'ই-ছুটি ব্যবস্থাপনা সিস্টেম' নামে একটি সফটওয়্যার ট্রাস্টের আইসিটি শাখার উদ্যোগে বাস্তবায়ন করা হয়েছে। পূর্বে নুয়াল পদ্ধতিতে নৈমিত্তিক ছুটির আবেদন ম্যা হার্ডকপিতে গ্রহণ ও ছুটির অনুমোদন/মঞ্জুর করা হতো। এর ফলে ছুটির প্রাপ্তির জন্য আবেদনকারীকে অনেক বেশি সময় অপেক্ষা করা হতো ও ছুটি পেতে বিলম্ব হতো। ছুটি প্রদান পদ্ধতি অনলাইনভিত্তিক করার ফলে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ছুটি পূর্বের তুলনায় অল্প সময়ে আবেদন ও মঞ্জুর ও ছুটির রেকর্ড সংরক্ষণ করা সম্ভব হচ্ছে এবং ছুটি প্রদান কার্যক্রমে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও গতিশীলতা সৃষ্টি হয়েছে।	এটি শুধু ট্রাস্টের অভ্যন্তরীণ কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ব্যবহারের জন্য। এটি সারাবছর কার্যকর থাকে।
৭.	প্রশিক্ষণ কর্মশালার ডাটাবেজ ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম https://www.eservice.pmeat.gov.bd/etrainingDBMS/	প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট (পিএমইএটি)	ট্রাস্টের প্রশিক্ষণ ও কর্মশালার তথ্য ডিজিটাল পদ্ধতিতে সংরক্ষণের জন্য সফটওয়্যারটি প্রস্তুত করা হয়েছে। এই সফটওয়্যারের মাধ্যমে ট্রাস্টের সকল অভ্যন্তরীণ ও বহি: প্রশিক্ষণ ও কর্মশালার তথ্য যেমন প্রশিক্ষণ বা কর্মশালার নাম, বিবরণ, প্রশিক্ষণ বা কর্মশালায় ব্যাপ্তি সময়, প্রশিক্ষণের নাম, প্রশিক্ষণ বা কর্মশালার তারিখ, প্রশিক্ষণার্থীদের তথ্য ইত্যাদি এন্ট্রি করা যায়। উক্ত ডাটাবেজ ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমে প্রশিক্ষণ ও কর্মশালার বিভিন্ন রিপোর্ট বিস্তারিতভাবে দেখা যায়।	ট্রাস্টের অভ্যন্তরীণ কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ব্যবহারের জন্য।

২৫.১০.২০২০

(স্মৃতি কর্মকার)
ব্যবস্থাপনা পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)
ফোন: ৫৫০০০৪২৩
ই-মেইল: md@pmeat.gov.bd